জয় বাংলা

আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

সংগ্রাম সংকল্প সতত শপথে জনগণের সঙ্গে

৭৫ বছরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২৩ জুন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

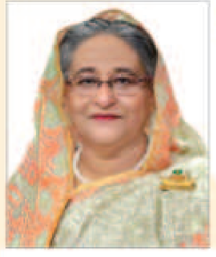

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৯ আষাঢ় ১৪৩১, ২৩ জুন ২০২৪

বাণী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী চক্র আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে তারা বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। ঘাতকদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে জাতির পিতার হত্যার বিচারের পথকে বন্ধ করে দেয়। বিদেশে থাকায় আমি এবং আমার বোন শেখ রেহানা প্রাণে বেঁচে যাই। জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে; সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়; রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। ব্যবসা করার সুযোগ দিয়ে তাদের বিপুল অর্থের মালিক করে দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। বিদেশে থাকা অবস্থায় '৮১ সালের ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি সম্মেলনে আমাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করে। নানা বাধা উপেক্ষা করে '৮১ সালের ১৭ মে আমি দেশে ফিরে এসে দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ও অবৈধ সেনাশাসকদের নির্যাতন আর নিপীড়নের মাধ্যমে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় জনগণের সংগঠন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে। কিন্তু আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতা-কর্মী, সমর্থকেরা জীবন দিয়ে সকল প্রতিকূলতা, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দলকে টিকিয়ে রেখেছে, শক্তিশালী করেছে। গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আমরা শুরু করি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ও দেশ গড়ার নবতর সংগ্রাম। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা খাদ্য ঘাটতির দেশকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করি। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেই। আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করি। আমরা 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল আইন, ১৯৯৬' সংসদে পাশ করে জাতির পিতার হত্যার বিচার শুরু করি। আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় মহান '২১ ফেব্রুয়ারি' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পায়। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কারও মধ্যস্থতা ছাড়াই স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। আওয়ামী লীগ সরকারের এই পাঁচ বছরে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। ২০০১ থেকে ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দুঃশাসন, অত্যাচার নির্যাতন ও দমন নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম এবং ২০০৭ থেকে ২০০৮ অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 'দিন বদলের সনদ' ঘোষণা দিয়ে ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে পুনরায় নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে এবং ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি সরকার গঠন করে।

২০০৯ সাল থেকে শুরু করে ধারাবাহিক সরকারে গত সাড়ে ১৫ বছর আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। ২০০৬ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের শেষ বছর এবং আওয়ামী লীগ সরকারের টানা ১৫ বছরের শেষ বছর–২০২৩ সালের তুলনা করলে সাফল্যের তথ্য-চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠবে। এসময়ে প্রবৃদ্ধি ৭.২৫ শতাংশ, মাথাপিছু আয় ৫ গুণ, বাজেটের আকার ১২ গুণ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ১৩ গুণ, জিডিপির আকার ১২ গুণ, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ৩৬ গুণ, রপ্তানি আয় ৫ গুণ, রেমিটেন্স ৬ গুণ, এফডিআই ৫ গুণ, কৃষি-শ্রমিকের ক্রয় ক্ষমতা ৩ গুণ, শ্রমিকদের মজুরি ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য হার ৪১.৫১ শতাংশ থেকে ১৮.৭ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। অতি দারিদ্র্য কমেছে ৫ গুণ। মানুষের গড় আয়ু হয়েছে ৭২.৮ বছর। এসময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৮ গুণ এবং বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগের হার ২৮ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাক্ষরতার হার বেড়েছে ৭৬.৮ শতাংশ। ২০০৯ সালে জিডিপির পরিমাণ ছিল মাত্র ১০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৩ সালে জিডিপির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে রেল যোগাযোগ শুরু হয়েছে। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন, বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশিতে আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১সহ দেশব্যাপী অগণন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন করেছি। আমরা দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীনকে বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছি। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম দ্বারা এ পর্যন্ত ৮ লাখ ৬৭ হাজার ৯০৪টি পরিবারের ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আমরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে আমাদের সরকার জাতির পিতার হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছে এবং রায়ও কার্যকর করা হচ্ছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালের মধ্যে 'ডেল্টা পরিকল্পনা' বিনির্মাণে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

জাতির পিতার আদর্শ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আমাদের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা লড়াই-সংগ্রাম ও মানুষের আস্থা অর্জন করে আওয়ামী লীগকে জনমানুষের সংগঠনে পরিণত করেছে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের নেতা-কর্মীদের মেধা, পরিশ্রম, ত্যাগ ও দক্ষতায় আওয়ামী লীগ আরও গতিশীল ও শক্তিশালী হবে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র বিরোধী দেশি-বিদেশি অপশক্তি এখনও নানাভাবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। এই অপশক্তির যে-কোনো অপতৎপরতা-ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে আমি দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির প্রতীক

কামাল চৌধুরী

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন বা মধ্যযুগে কেন্দ্রীভূত রাজ্য বা আঞ্চলিক শাসনকাঠামোয় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক দলের ধারণা আধুনিক কালের সৃষ্টি—ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষেও কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের শুরুর কিছুকাল পরে প্রথমে ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশনের আকারে কিছু সংস্থা গঠিত হয় সেগুলি ছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত বা অভিজাত সুবিধাবাদী শ্রেণির দাবি আদায়ের জন্য গঠিত, উদাহরণস্বরূপ কলকাতায় ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এবং ১৮৫২ সালে বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন গঠনের কথা বলা যায়। সার্বিক বিচারে ১৮৮৫ সালে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই প্রথম রাজনৈতিক দল। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে আরো অনেক রাজনৈতিক দল আমরা দেখি, তবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এ দুটি দলই উপমহাদেশের রাজনীতিতে মূল কুশীলব হিসেবে আবির্ভূত হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু মুসলিম বিভাজনের রাজনীতির অনিবার্য ক্রিয়া হিসেবে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম ঘটে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভক্তির মাধ্যমে এই উপমহাদেশের রাজনীতির গতিধারা বদলে যায়; বাংলা ভাগের ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়, পশ্চিমবঙ্গ পরিগণিত হয় ভারতের অংশে।

২. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক নীতি স্পষ্ট হতে থাকে, যা বাঙালিদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো তখন কোনো কার্যকর বিরোধী দল ছিল না। সে সময়ে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে যা ছিল পূর্ববাংলার মানুষের ধূমায়িত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ: ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন, বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রথম ধর্মঘট ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ ছাত্র নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণার প্রকাশ্য প্রতিবাদ, ১৯৪৯ সালের জুন মাসে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে শামসুল হকের জয়লাভ, ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানের অভিযোগে শেখ মুজিবসহ কয়েকজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার—এসবের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪শে জুন ঢাকার কে এম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে মুসলিম লীগের একাংশের কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বিরোধীদলের আত্মপ্রকাশ। নবগঠিত এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু তখন ছিলেন জেলে। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এই দল গঠনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

'আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমার মত নেওয়ার জন্য। আমি খবর দিয়েছিলাম, "আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোন কর্মপন্থাও নাই" আমাকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করব, না রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করব? আমি উত্তর পাঠিয়েছিলাম ছাত্র রাজনীতি আমি করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। না করব কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এদেশে একনায়কত্ব চলবে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী: পৃষ্ঠা ১২০)

আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একনায়কসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতিবাদের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক অভিব্যক্তি। সেই থেকে আজ ৭৫ বছর অতিক্রান্ত কিন্তু ইতিহাসের নিরিখে এই উপমহাদেশে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মতোই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এটি। বাঙালির আন্দোলন সংগ্রামের প্রতিটি কালপর্বে আওয়ামী লীগই বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক দল হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। ১৯৫১ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন নিখিল পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী লীগও আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত হয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মূলশক্তি ছিল আওয়ামী লীগ। এর ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অল্পসময়ের মধ্যে বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক দলে পরিণত হয়। জন্মলগ্নে আওয়ামী মুসলিম লীগে নানা পন্থীদের সমাবেশ ঘটেছিল, তাদের আদর্শগত বৈপরীত্য দলে নানা সংকটেরও সৃষ্টি করেছে। বাস্তব কারণে শুরুতে 'মুসলিম' শব্দটি দলের নামে যুক্ত থাকলেও দলকে অসাম্প্রদায়িক করার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে দলের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসে, যার ফলে জুলাই মাসে মাওলানা ভাসানী ন্যাপ গঠন করে আওয়ামী লীগ থেকে আলাদা হয়ে যান।

৩. আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তারুণ্যের প্রাণশক্তি ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে হক ভাসানী সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে থাকলেও তরুণ নেতা শেখ মুজিব ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সময়ের ঘটনা প্রবাহে আমরা দেখি আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের উপর বিভিন্ন সময় নেমে এসেছে জেল জুলুম নির্যাতন। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানে 'মার্শাল ল' জারি করা হয় এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। শেখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতির বড় মোড় পরিবর্তন ঘটে ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিব কর্তৃক আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে।

১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্বপ্নবীজ বপন করেন তিনি। ছয় দফাকে তিনি বলেছিলেন 'আমাদের বাঁচার দাবি'। সন্ত্রস্ত আইয়ুব শাহী তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, পাকিস্তানের দুশমনসহ নানা আখ্যা দেয় কিন্তু কিছুই দমাতে পারেনি তাঁকে। ১৯৬৬ সালের ১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে উদ্বোধনী সংগীত ছিল রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি। এটিও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে পরবর্তী সময়ে এই গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচন করেছেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় পূর্ব বাংলার নাম তিনি দেন বাংলাদেশ।

তবে বাঙালির ইতিহাসের চূড়ান্ত বাকবদল ঘটে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। ৭ই মার্চে যখন বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা দেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তখনই বদলে যায় বাংলাদেশের ইতিহাসের গতিধারা। ২৫শে মার্চে গণহত্যার রাতের অব্যবহিত পরে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান সামরিক জান্তা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বন্দীদশায় থেকেও যুদ্ধের নয় মাস তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সার্বক্ষণিক প্রেরণা, তাঁর অনুসারীরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। দেশ পুনর্গঠনে মাত্র তিন বছরের কিছু বেশি সময় পেয়েছিলেন তিনি। এ সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে যার তালিকা দীর্ঘ—সংবিধান প্রণয়ন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভৌত অবকাঠামো রাস্তাঘাট ব্রিজ নির্মাণ, প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ শরণার্থী পুনর্বাসন, অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চারসহ নানাবিধ কাজ সম্পাদিত হয়েছে তখন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটে তখন ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

সে সময় একাত্তরে পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে হঠকারী রাজনীতি, দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হয়েছে তাকে। আজীবন শান্তির অন্বেষণকারী ছিলেন তিনি, চিন্তা-চেতনায় ছিলেন সমন্বয়বাদী—এই উপলব্ধি থেকে ১৯৭৫ সালে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ হত্যার পরে ঘাতক কবলিত বাংলাদেশে একটি দীর্ঘ ও পরিকল্পিত ইতিহাস বিকৃতির কাল শুরু হয়। আওয়ামী লীগের জন্য সেটি ছিল সবচেয়ে বড় দুঃসময়—কাণ্ডারিবিহীন নৌকার ঘুরে ঘুরে চলা! ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সালে জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয় আওয়ামী লীগের চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানকে। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে একটি ঝড়ো দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষের শোক ও অশ্রু ভেজা অভ্যর্থনায় সিক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা নির্বাসন কাল থেকে দেশে ফিরে আসেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুগান্তর ঘটে তখন। তাঁর নেতৃত্বে ২১ বছর পরে আওয়ামী লীগ পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পায়।

৪. পিতা থেকে কন্যা—এ এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান। পিতা দিয়েছে স্বাধীন স্বদেশ কন্যা দিয়েছে আলো। বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, সাহস ও মানব মুক্তির দর্শন ধারণ করে দেশরত্ন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি 'স্বপ্নের সোনালি অধ্যায়' অতিক্রম করছে। মোট পাঁচবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তন্মধ্যে একটানা চতুর্থবার। উন্নয়ন এবং অগ্রগতির নানা সূচকে বাংলাদেশ এখন আদায় করে নিয়েছে বৈশ্বিক সমীহ। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৩তম বৃহৎ অর্থনীতি। বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, কৃষি, যোগাযোগ অবকাঠামো, সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসন , অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা, গৃহহীনদের গৃহ দেয়া, খাদ্য নিরাপত্তা, বৈদেশিক সম্পর্ক, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু কল্যাণ, বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারসহ সকল ক্ষেত্রে সাফল্য বাংলাদেশেকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।দেশের অভ্যন্তরে নানামুখী স্রোতকে তিনি যেমন দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় করেছেন তেমনি মোকাবেলা করেছেন বৈশ্বিক নানা চাপ। করোনা বিশ্বমারি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ও বর্তমানে গাজায় ইসরাইলের আগ্রাসনের মুখে তাঁর সুচিন্তিত ও সাহসী পদক্ষেপ এখন সর্বত্র প্রশংসিত। দেশের অভ্যন্তরে জঙ্গিবাদ, বিএনপি জামাতের বোমা ও অগ্নিসন্ত্রাস, হত্যা, নাশকতা ও অপপ্রচার মোকাবেলা করেছেন দৃঢ় হাতে। তাঁর নেতৃত্বে রাজপথেও সমান সক্রিয় থেকেছে আওয়ামী লীগ।

২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে দিন বদলের সনদ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। তার ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন যার লক্ষ স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাজনৈতিক মুক্তির দর্শন থেকে ২০২১ সালে অর্থনীতির মুক্তির দর্শন মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৪১ সালে সাংস্কৃতিক মুক্তির দর্শন অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ, ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি এবং ২১০০ সালে নিরাপদ বদ্বীপ ডেল্টা প্ল্যান—শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের স্বদেশ নির্মাণের পথমানচিত্র।

৫. আওয়ামী লীগের ৭৫তম জয়ন্তী শুধু বাংলাদেশে নয় উপমহাদেশের রাজনীতিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আওয়ামী লীগ জনমনে একটা গভীর আস্থা তৈরি করেছে। সময়ের প্রয়োজনে দলের গঠনতন্ত্র বদলেছে—অঙ্গীকার এবং প্রত্যাশায় যুক্ত হয়েছে সময়ের নানা দাবি—কিন্তু নীতিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি, অবিচল থেকেছে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি— গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি।

সারাদেশে, দেশের বাইরে প্রবাসে কোটি কোটি কর্মীর আত্মত্যাগ ও শ্রমে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আজ তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বে সমৃদ্ধ দেশ গঠনের কাজে ব্যাপৃত। আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কোটি কোটি কর্মী ও জনগণের আস্থা ও সমর্থন আওয়ামী লীগের মূলশক্তি। বিগত দিনে আওয়ামী লীগ যেমন প্রতিকূল কঠিন সময় অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে তেমনি সকলের প্রত্যাশা এই যে আগামী দিনেও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকারে অব্যাহত থাকবে এই অগ্রযাত্রা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ওবায়দুল কাদের, এমপি
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সাধারণ সম্পাদকের কথা

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দলটি জন্মলগ্ন থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে। বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা মহান নেতা শেখ মুজিব নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন দেশমাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে এবং আওয়ামী লীগকে একটি সমতা ও সম্প্রীতির আদর্শনির্ভর দল হিসেবে নির্মাণের কাজে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি দেশরত্ন শেখ হাসিনা তাঁর একটি অনবদ্য লেখায় যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন কী অসাধারণ মিথস্ক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল একটি দলের আদর্শভিত্তিক অভিযাত্রা। তিনি লিখেছেন, 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অভূতপূর্ব সমন্বয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন।' যুগপৎ এই দুই রাজনৈতিক কৌশলের সমন্বয়, মিশ্রণ ও বিজয় অর্জন পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা, যা সম্ভব করেছে গণমানুষের দল–আওয়ামী লীগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংগঠনের নিবেদিত বিশাল কর্মী বাহিনীর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে।

আজ আমরা এক মাহেন্দ্রক্ষণে এসে পৌছেছি–এদেশের মানুষের আশা ও ভরসার স্থল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন করছে।

১৯৪৯ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সাড়ে সাত দশকের পথচলা মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে উদ্ভাসিত থাকার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানকারী দল। আওয়ামী লীগের প্রতিটি নেতাকর্মীর জন্য এটি অত্যন্ত আনন্দময় মুহূর্ত। আজকের এই শুভক্ষণে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের। স্মরণ করছি কেন্দ্রীয় কারাগারে ঘাতকের বুলেটে নিহত জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রম হারানো তিন লাখ মা-বোনের প্রতি। সুদীর্ঘ এই অভিযাত্রায় যাদের ঘাম-শ্রম-মেধা আর আত্মত্যাগে গড়ে উঠেছে আজকের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, শ্রদ্ধা জানাই সেই সব মহৎ প্রাণের প্রতি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ত্যাগ-তিতিক্ষায় বিশ্ব মানচিত্রে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে বাঙালি জাতির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু বাঙালি জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে '৭১-এর পরাজিত শক্তি সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে। পথ হারায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রিয় বাংলাদেশ।

এমনি এক প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর এই ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দিশেহারা জনগণের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার ঘটায়। নবোদ্যমে সংগঠিত হয় সারাদেশের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। জননেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে থাকা দেশটি '৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবার ঘুরে দাঁড়ায়। মানুষের জীবনে নেমে আসে স্বস্তি। কিন্তু এই অগ্রযাত্রা আবারো বাধাগ্রস্ত হয়। ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিএনপি-জামাত অপশক্তি আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকন্যাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল।

সকল ষড়যন্ত্র, সকল অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের রায় নিয়ে টানা চারবার সরকার গঠন করে। মাত্র ১৫ বছরে হতদরিদ্র বাংলাদেশের চেহারাটা আমূল পাল্টে দিয়েছে। যে বাংলাদেশ ছিল অবহেলিত, দারিদ্র্যপীড়িত, যে বাংলাদেশকে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব উপহাস করতো 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী, সুদক্ষ, সৃজনশীল ও সাহসী নেতৃত্বের ফলেই সেই বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের বিস্ময়কর রোল মডেল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েছিলেন, তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে তাঁরই কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের মাধ্যমে, স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার মাধ্যমে এবং দেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত করার মাধ্যমে। সুশাসন, স্থিতিশীল অর্থনীতি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়নে গতিশীলতা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, খাদ্য নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসেছে অভূতপূর্ব সফলতা। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অর্থনীতি আজকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ এখন দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সামনের কাতারে। বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে বাংলাদেশের এই সাফল্য ও অর্জন।

জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শক্তির উৎস জনগণ, শক্তির উৎস সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। নেতা-কর্মীদের ইস্পাতদৃঢ় মনোবল এবং ঐক্যবদ্ধতার ফলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হয়নি, কোনোদিন হবেও না।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ মুহূর্তে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। আওয়ামী লীগের নিবেদিত নেতাকর্মীরা আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ।

আমার বিশ্বাস, আমাদের সংগঠনের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে একটি প্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে সংগঠনের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের, এমপি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

www.albd.org

প্রকাশনায়: প্রচার ও প্রকাশনা উপ-পরিষদ